আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
Website: www.bb.org.bd

ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-০৫

তারিখ ঃ ১১ ভাদ্র ১৪২৭ / ২৬ আগস্ট ২০২০

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ/লিজ/অগ্রিম শ্রেণীকরণ প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখে জারিকৃত ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০১ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। বিশ্ববাণিজ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় ঋণ/লিজ/অগ্রিম শ্রেণীকরণের বিষয়ে কিছু শিথিলতা আনা হয়েছিল। এখনও কোভিড-১৯ এর কারণে অনেকাংশে ঋণ/লিজ/অগ্রিম গ্রহীতার পক্ষে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব লাঘবের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হলোঃ

(ক) ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০১, তারিখ-২৪ মার্চ ২০২০ এর কার্যকারিতার মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো;

(খ) বিদ্যমান সকল মেয়াদী (স্বল্প ও দীর্ঘ) ঋণ/লিজ/অগ্রিমের বিপরীতে ০১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহ Deferred হিসেবে বিবেচনাপূর্বক অক্টোবর/২০২০ হতে সংশ্লিষ্ট ঋণ/লিজ/অগ্রিমের কিস্তির পরিমাণ ও সংখ্যা পুনঃনির্ধারিত হবে। অর্থাৎ জানুয়ারি/২০২০ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত যতসংখ্যক কিস্তি বকেয়া থাকবে সমসংখ্যক কিস্তি বৃদ্ধিপূর্বক পরিশোধসূচী পুনঃপ্রণয়ন করতে হবে; এবং

(গ) ঋণ/লিজ/অগ্রিমের উপর সুদ/মুনাফা হিসাবায়নের ক্ষেত্রে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা বলবৎ থাকবে এবং এ সময়ে কোন দণ্ড সুদ বা অতিরিক্ত ফি/চার্জ/কমিশন (যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন) আরোপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ জুলকার নায়েন)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০৫১৮